# টানা বৃষ্টিতে সাতক্ষীরায় জনজীবন বিপর্যস্ত

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 21 November 2026, 01:54 AM | বিভাগ: সারাদেশ



টানা ৩ দিনের বৃষ্টিতে সাতক্ষীরায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বুধবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি শুক্রবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকায় কর্মজীবী মানুষ, নিম্ন আয়ের পরিবার ও কৃষকরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। বিশেষ করে দিনমজুর, রিকশা-ভ্যানচালক, নির্মাণশ্রমিক ও কৃষিশ্রমিকরা কাজে বের হতে না পারায় দৈনন্দিন আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক পরিবারে খাবার জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টিপাত বাড়ছে। সাতক্ষীরায় শুক্রবার সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রোববার থেকে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ঠান্ডা বাতাসে শীতের অনুভূতিও বেড়েছে।

একটানা বৃষ্টিতে শহরের নিচু এলাকায় পানি জমেছে, কাঁচা রাস্তা কাদায় ভরে গেছে। চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। শিক্ষার্থী, বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের দুর্ভোগ বেড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছোট ব্যবসা ও ফুটপাতের দোকানগুলো। ক্রেতা কম থাকায় অনেক দোকানে বেচাকেনা প্রায়

বন্ধ। যানবাহন চলাচলও কমে গেছে।

বৃষ্টিতে আমন ধান ও শীতকালীন সবজি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। মাঠে কেটে রাখা ধান শুকাতে না পারায় ভিজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ধান কাটার ও মাড়াইয়ের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হলে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চাষিরা।

বিভিন্ন উপজেলায় আমন ধান নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়েছে। কেটে জমিতে শুকানোর জন্য রাখা ধান টানা বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও ধানের শিষ পানিতে ডুবে রয়েছে। দীর্ঘসময় ভিজে থাকলে ধানে অঙ্কুর গজানো, পচন ধরা ও শিষ থেকে ধান ঝরে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে ধানের গুণগত মান ও বাজারমূল্য কমে কৃষক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন।

কৃষক জালাল উদ্দীন বলেন, সারা বছরের পরিশ্রমে ফসল ঘরে তোলার সময় এমন বৃষ্টিতে তারা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দ্রুত বৃষ্টি না থামলে মাঠে কেটে রাখা ধান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

বৃষ্টির কারণে জলোর হাটবাজারেও ক্রেতার উপস্থিতি কমেছে। মাছ ও সবজির দোকানে বেচাকেনা কম থাকায় বিক্রেতারা বিপাকে পড়েছেন। অন্যদিকে, মাঠে থাকা ফসল এবং কেটে রাখা ধান নিয়ে কৃষকদের উদ্বেগ বাড়ছে। বৃষ্টি থেমে রোদ উঠলেই কাজে ফিরতে পারবেন—এমন আশায় দিন কাটাচ্ছেন জলোর খেটে খাওয়া মানুষ।

---

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।